ঝিনাইদহে উৎসবমুখর পরিবেশে সরস্বতী পূজা উদযাপন

আজ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব সরস্বতী পূজা। বিদ্যা, বাণী ও সুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে সত্য, ন্যায় ও জ্ঞানালোকের প্রতীক হিসেবে পূজিত।

যদিও সরস্বতী বৈদিক দেবী, তবে সরস্বতী পূজার বর্তমান রূপটি মূলত আধুনিককালে প্রচলিত হয়েছে। প্রাচীনকালে তান্ত্রিক সাধকেরা সরস্বতী-সদৃশ দেবী বাগেশ্বরীর পূজা করতেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

প্রতিবছরের মতো এ বছরও ঝিনাইদহের চাকলা পাড়া প্রাঙ্গণে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ পূজায় কলেজের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

পূজা উপলক্ষে সকাল থেকেই পূজা মন্ডপ প্রাঙ্গণে ভক্তদের উপস্থিতি দেখা যায়। পূজার আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। পরে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি ধর্মীয় আলোচনাসভা ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়, যেখানে দেবী সরস্বতীর মহিমা ও শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

আয়োজকরা জানান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে সরস্বতী পূজার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতেই এ আয়োজন করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ঐতিহ্যবাহি

খ্রিস্টীয় আনন্দ মেলার উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে খ্রিস্টান সম্প্রদায় ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আনন্দঘন পরিবেশে তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন উদযাপন করেছে।

বড়দিন উপলক্ষে গত বুধবার বল্লভপুর ইমানুয়েল চার্চ প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সপ্তাহ ব্যাপি ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টীয় আনন্দমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

আনন্দমেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বল্লভপুর ডিনারের দিন রেভা: দীপক উজ্জ্বল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চার্চ অফ বাংলাদেশ কুষ্টিয়া ডায়াসিসের বিশপ রেভা: হেমেন হালদার।

আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে মশাল প্রজ্জ্বলন মাধ্যমে দিনব্যাপী খ্রিস্টীয় আনন্দমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

সন্ধ্যায় মুজিবনগরের বল্লভপুর ইমানুয়েল চার্চ প্রাঙ্গনে শিশুদের সঙ্গে কেক কেটে বড়দিনের উৎসবের উদ্বোধন এবং যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন উদযাপন করেন, জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর ও জেলা পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

‘শুভ বড়দিন’ উপলক্ষে পুরো বল্লভপুর এলাকায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। গির্জা ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বসতবাড়িগুলো আলোকসজ্জায় ঝলমল করতে দেখা যায়। নানা রঙের সাজ, আল্পনা ও নান্দনিক সাজসজ্জায় গির্জা প্রাঙ্গণ ও বাড়ির আঙিনা হয়ে ওঠে বর্ণিল।

বড়দিনের আনন্দ ভাগাভাগি করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মজীবী স্বজনরা নাড়ির টানে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। অতিথিদের আপ্যায়নে বাড়ির গৃহিণীরা পিঠাপুলি ও বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী খাবারের আয়োজন করেন।

২৫ সে ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে ১ শত বছরের ঐতিহ্য খ্রিস্টীয় আনন্দমেলা জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মশাল প্রজ্জ্বলন, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

পরে শিশুদের সঙ্গে কেক কেটে বড়দিনের আনন্দ ভাগাভাগি করা হয়।

অনুষ্ঠানে বল্লভপুর ডিনারীর ডীন রেভা. দীপক উজ্জ্বল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রাইট রেভা. হেমেন হালদার, বিশপ, কুষ্টিয়া ডায়োসিস।

এ সময় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার সাইফুল হুদা, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ জাহিদুল ইসলামসহ স্থানীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তি, সৌহার্দ্য ও ঐক্যের মাধ্যমে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে খ্রিস্টান পল্লীগুলোতে

রাত পোহালেই ২৫ শে ডিসেম্বর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন। বড়দিন উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগরের খ্রিস্টান পল্লীগুলোতে সাজ সাজ রব পড়েছে। রঙিন বাতি সহ নানা ধরনের সামগ্রী দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে গীর্জাগুলো। খ্রিষ্টান পল্লীর বাড়ি গুলো এবং রাস্তাঘাট সজ্জিত করা হয়েছে রংবেরঙের বাতিতে।

নিজেদের ও বিশ্বের কল্যাণ কামনায় প্রার্থণা করবেন খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের লোকজন। ধর্মীয় গুরুরা বলছেন-জাতিতে জাতিতে কোনো বিভেদ না থাকে ও যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হয় এ প্রার্থনা হবে প্রভু যীশুর কাছে।

মেহেরপুরের জেলার সবচেয়ে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোক বাস করে মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়া ও বল্লভপুর গ্রামে এসব গ্রামের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বাড়িতে বাড়িতে তোলা হয়েছে স্টার,

প্রশাসনের সমস্ত ইউনিট নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আছে। আশা করছি নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার ভিতরে খ্রিস্টান ধর্মালম্বী ভায়েরা তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন আনন্দের সহিত নিশ্চিন্তে পালন করতে পারবেন।

গাংনীতে মসজিদের ইমামদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও সভাপতিদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১টায় তেতুলবাড়িয়া বাজারে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় ইমাম সমিতির সভাপতি মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক সিরাজুম মনির।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মো. মাহাফুজুর রহমান।

অস্বচ্ছল ইমামদের বিনাসুদে “কর্জে হাসানা ঋণদান প্রকল্প” চালুর মাধ্যমে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সাবলম্বী করা এবং সমাজের দুস্থ মানুষকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগের বিষয়ে আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের আয়োজক পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক ও ইমাম সমিতির উপদেষ্টা মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ইমাম সমিতির উপদেষ্টা শিক্ষক মো. রমজান আলীসহ অন্যান্য ইমামগণ।

এসময় বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি, শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
মতবিনিময় শেষে অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে ইসলামি ফাউন্ডেশনের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ইসলামি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌতুক ও মানবপাচার প্রতিরোধে ইমামগণের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১ টাই জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতিক কেন্দ্র এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। কোরাআন তেলাওয়াত করেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের শিক্ষক মো: আবু বকর, স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার ওবায়দুর রহমান, আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাস্টার্স ট্রেইনার মোঃ আঃ হামিদ।

সভায় বক্তারা বলেন, সমাজে নৈতিকতা, মানবিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামি ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। তাই সামাজিক অশান্তি দূর করতে ও সুস্থ সমাজ গঠনে সবাইকে ধর্মীয় মূল্যবোধে ফিরে আসার আহ্বান জানান তারা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে চান্স পেলেন আবু নাঈম

মেহেরপুর জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তেলাওয়াতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার

করে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছে আবু নাঈম।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর মডেল মসজিদে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় জেলার তিনটি উপজেলা থেকে বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

আবু নাঈম মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের কৃতি সন্তান ও সোনাপুর দারুল কুরআন হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।

এর আগে, সোমবার সারাদিনব্যাপী মুজিবনগর উপজেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে জেলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় নাঈম।

তার এই সাফল্যে তার বাবা-মা সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

এছাড়া তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নাঈমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় মাহফিলে আমির হামজার মন্তব্যে তুমুল বিতর্ক, ভিডিও ধারণে বাধা

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী ৪১তম তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে মুফতি আমির হামজার আপত্তিকর বক্তব্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সাংবাদিক (মিডিয়া) নিষিদ্ধের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে স্থানীয়ভাবে।

গত সোমবার রাতে মাহফিলের শেষ দিন মঞ্চে প্রধান তাফসিরকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মুফতি আমীর

হামজা। তাঁর তাফসিরের বিষয় ছিল সূরা তওবার ১১১ নম্বর আয়াত।

তবে ওইদিন রাত ৯টার দিকে মাহফিলস্থলে সাংবাদিক ও স্থানীয় মিডিয়া প্রতিনিধিরা উপস্থিত হলে মাইকে ঘোষণা দিয়ে জানানো হয়, কেউ মোবাইল বা ক্যামেরায় ভিডিও ধারণ বা লাইভ সম্প্রচার করতে পারবেন না। ফলে উপস্থিত মিডিয়া কর্মীরা বাধ্য হয়ে স্থান ত্যাগ করেন।

এদিকে তথ্য সুত্রে জানা গেছে,তাফসিরকার জামায়াতের নেতা আমির হামজা বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন কোন কোন দল মনোনয়ন বিক্রি করছে। এসময় স্থানীয় বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ তার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান।

এসময় জামায়াতের নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের নেতা আমির হামজা কোনো দলের নাম নিয়ে কিছু বলেন নি, তাহলে আপনাদের গায়ে বাধছে কেন। এসময় জামায়াতের নেতাকর্মীদের সাথে বিএনপি নেতাকর্মীদের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে তাদের দলের সিনিয়র নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মুফতি আমির হামজার বক্তব্য স্যোসাল মিডিয়ায় দেবার বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভাবে সতর্ক করেছে। কিন্তু সাংবাদিক (মিডিয়া) কর্মীদের ভিডিও নেবার নিষেধাজ্ঞা করাটা উপস্থাপক তিনি মনগড়া ভাবে বলেছেন। এবিষয়ে অবশ্যই নিন্দনীয়। তিনি ঘটনায় দুঃখ ও নিন্দা জানান। তবে মুফতি আমির হামজার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক মহল ও সামাজিক পরিমণ্ডলে শুরু হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা। স্থানীয় সংবাদকর্মীরা প্রশ্ন তুলেছেন, একটি ধর্মীয় মাহফিলে সাংবাদিক নিষিদ্ধ করার অর্থ কী? সেখানে এমন কী বলা হচ্ছিল যা জনসমক্ষে আনা যাবে না? আয়োজকদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় সূত্রের দাবি, রাজনৈতিক বক্তব্য বা নির্বাচনী ইঙ্গিত এড়াতেই হয়তো এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, মুফতি আমীর হামজা গত মে মাসে কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের এক সভায় কুষ্টিয়া-৩ আসনে দলের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পান। যদিও তিনি জামায়াতের কেন্দ্রীয় কোনো পদে নেই, তবে দলের ওলামা শাখায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত বলে জানা গেছে।

ধর্মীয় বক্তা হিসেবে মুফতি আমীর হামজা দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। তার তাফসিরে ইসলামি মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক সংস্কার নিয়ে আলোচনা থাকলেও— সাম্প্রতিক সময়ে তার বক্তব্যে রাজনৈতিক ইঙ্গিত রয়েছে কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে।

মেহেরপুরে তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলার ট্রেনিং প্রোগ্রাম

মেহেরপুরে তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলার আয়োজনে একটি ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে হজ ও ওমরার নিয়মকানুন, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা, এবং আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আজ শনিবার সকাল ১০টায় তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলার মেহেরপুর আঞ্চলিক অফিসে এ ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে হজ ও ওমরাহের ৭টি ধাপ ইহরাম বাঁধা, মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় অবস্থান, তাওয়াফ, সায়ী, এবং পশু কোরবানি করার সঠিক পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক প্রস্তুতির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

ট্রেনিং প্রোগ্রামের সভাপতিত্ব করেন তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনিরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ফাজিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহাবুব উল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর অগ্রণী ব্যাংক পিএসসি এর এজিএম রমজান আলী, তাতাসা হজ ও ওমরাহ কাফেলার উপদেষ্টা আবুল হাশেম, এবং পৌর আমির সোহেল রানা ডলার। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন ভেড়ামারা ল্যাব এইচ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাংবাদিক শাহ জামাল।

প্রশিক্ষণে বক্তারা বলেন, হজ ও ওমরাহ মুসলমানদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যথাযথ নিয়ম মেনে, শুদ্ধ নিয়তে এবং ইসলামী

বিধান অনুসারে পালন করতে হবে এ ইবাদত। এজন্য আগেভাগে প্রশিক্ষণ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি, যাতে আরবি ভাষা, রীতিনীতি, কাফেলার শৃঙ্খলা ও হজের বিধান সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা অর্জন করা যায়।

বক্তারা আরও বলেন, তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলা দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হজ ও ওমরাহ পালনে সহায়তা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি সবসময় হজযাত্রীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে শামসুজ্জামান দুদু

আলমডাঙ্গায় সর্বজনীন দুর্গোৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের দুইবারের সাবেক সংসদ সদস্য শামসুজ্জামান দুদু স্থানীয় পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

তিনি পূজামণ্ডপে উপস্থিত থেকে সংখ্যালঘু সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আশ্বস্ত করেন।

এ সময় তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাত ধরে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরে এসেছিল। তেমনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠিত হবে। আপনারা নির্বিঘ্নে দুর্গোৎসব পালন করবেন। পুলিশ প্রশাসন সবসময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট আছে।

এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, শহিদুল ইসলাম রতন, অ্যাডভোকেট শামিম রেজা ডালিম, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাওনাইন টিলু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, জেহালা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম

সেলিম, বুরহান উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আশরাফ বিশ্বাস মিল্টু, সহ-সভাপতি মাগরিবুর রহমান প্রমুখ।

ঝিনাইদহে ৪৫১টি মন্ডপে চলছে শারদীয় দূর্গোৎসব

সনাতনি সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব দূর্গাপূজা। ইতিমধ্যে প্রতিমা তৈরীর কাজ শেষে গতকাল রবিবারে ষষ্ঠি বোধনের মধ্য দিয়ে পূজা আর্চনার কাজ শুরু হয়েছে এবং বৃহস্পতিবার মহা বিজয়া দশমীর মধ্যদিয়ে উৎসব শেষ হবে।

ঝিনাইদহের ৬টি উপজেলায় এবার ৪৫১টি মন্ডপের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায় শারদীয় দূর্গোৎসব পালন করছে। পূজা উপলক্ষ্যে জেলা পুলিশ ও জেলা আনসার কমান্ড্যান্ট এর পক্ষ থেকে ব্যপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের তথ্য নিয়ে জানা গেছে, এ বছর ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় ১০৪টি, শৈলকুপায় ১২১টি, কালীগঞ্জে ৯৭টি, কোটচাঁদপুরে ৫১টি, মহেশপুরে ৪৬টি এবং হরিণাকুন্ডুতে ৩২টি মন্ডপে পূজার আয়োজন করা হয়েছে। তবে এবারও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শৃংখলার সাথে এ অনুষ্ঠান পালন করতে বলা হয়েছে।

জেলা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এবার পূজা মন্ডপে নারী-পুরুষ আলাদা প্রবেশদ্বার, মাদকমুক্ত পরিবেশ, মসজিদের পাশে মন্ডপ হলে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে আজান ও নামাজের সময় গান-বাজনা বন্ধ রাখতে হবে এবং পূজা মন্ডপ কেন্দ্রিক কোন মেলার মাঠ বসবে না। এবছর মন্ডপগুলোতে স্থায়ী নিরাপত্তার জন্য পূজা উদযাপন কমিটি কর্তৃক গঠিত স্বেচ্ছাসেবক দল থাকবে। অন্যবারের মত আনসার সদস্যরা সার্বক্ষণিক মন্ডপে থেকে দায়িত্বপালন করবে। তবে পুলিশ গাড়িতে করে প্রতি নিয়ত টহল দিবে মন্ডপে।

ঝিনাইদহ জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের উপপরিচালক (জেলা

কমান্ড্যান্ট) মোঃ মিজানুর রহমান জানান, এবার আনসার সদস্যরা টহল টিম হিসাবে (স্বসস্ত্র) কাজ করবে। আমরা দুইটা ভাগে টহল টিমকে ভাগ করেছি। একটি সাধারণ টহল টিম ও অন্যটি কুইক রেসপন্স টিম। এবছর পুজার নিরাপত্তার জন্য জেলার ৬টি উপজেলায় মোট ১হাজার ২০০ পুলিশ সদস্য, ২ হাজার ৭৯২জন আনসার সদস্য কাজ করছেন। পুলিশও এবার টহল ভিত্তিক কাজ করবে। তবে এবার পূজা উযদাপনে সরকারি বাড়তি নীতি আরোপের কারণে বিগত বছরের তুলনায় বেশি সতর্ক অবস্থানে থাকবে পুলিশ এমনটিই জানানো হয়েছে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে।

পুলিশ সুপার মনজুর মোর্শেদ জানিয়েছেন মন্ডপ ভিত্তিক পরিদর্শন করবে পুলিশের কর্মকর্তারা। তাদের গঠিত স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং মন্ডপের নিরাপত্তায় সুরক্ষায় ডাইরেক্টরি এ্যাপস চালু করা হয়েছে। পুজি উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা অবনতির কোন সুযোগ নেই।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এবার মন্ডপে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এছাড়া মন্ডপে ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়েছে, বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মন্ডপের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দেখভাল করছেন। আশাকরি পুজা সুষ্ঠু এবং উৎসবমূখর পরিবেশে সমাপ্ত হবে।